রেজিষ্টার্ড ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসকদের জন্য

আচরণবিধি ও নীতিমালা

বাংলাদেশ বোর্ড অব ইউনানী এন্ড আয়ুর্বেদিক
সিস্টেমস অব মেডিসিন
(বাংলাদেশ ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক বোর্ড)

রেজিষ্টার্ড ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসকদের জন্য

আচরণবিধি ও নীতিমালা

বাংলাদেশ ইউনানী এন্ড আয়ুর্বেদিক প্রাকটিশনার্স অর্ডিন্যান্স, ১৯৮৩-এর ৩০ (৩)
ধারা বলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত
(স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং জনস্বাস্থ্য-১/ইউনানী-১/৯০/৩০৩
তাং ২৭-১২-৯২ ইং)

বাংলাদেশ বোর্ড অব ইউনানী এন্ড আয়ুর্বেদিক সিস্টেমস অব মেডিসিন

(বাংলাদেশ ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক বোর্ড)

৩৮, বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, ঢাকা-১০০০

প্রকাশনায়
মুঃ সাদউল্লাহ্ মজুমদার
রেজিষ্টার/ সচিব,
বাংলাদেশ ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক বোর্ড
৩৮, বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, ঢাকা-১০০০

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারী ১৯৯৩

মূল্য ঃ দশ টাকা

মুদ্রণে ঃ
গ্যানজেস কালার
ঢাকা

Code of Ethics for registered Unani & Ayurvedic Practitioners framed by the Bangladesh Board of Unani & Ayurvedic Systems of Medicine and approved by the Govt. of the Peoples Republic of Bangladesh under section 30(3) of the Bangladesh Unani and Ayurvedic Practitioners Ordinance, 1983.

রেজিষ্টার্ড ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসকদের জন্য আচরণবিধি ও নীতিমালার পটভূমি

বাংলাদেশ বোর্ড অব ইউনানী এন্ড আয়ুর্বেদিক সিষ্টেমস অব মেডিসিন (বাংলাদেশ ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক বোর্ড) সরকার কর্তৃক বাংলাদেশ ইউনানী এন্ড আয়ুর্বেদিক প্রাকটিশনার্স অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী গঠিত একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা। আইনে বোর্ডের যেসব দায়িত্ব, ক্ষমতা ও কার্যাবলী নির্দিষ্ট করা হয়েছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো ঃ

(ক) ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসার যথাযথ মান নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে জনস্বার্থ রক্ষা করা।

(খ) দেশে ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা পদ্ধতির শিক্ষার যথাযথ মান ও দক্ষতা বজায় রাখা।

(গ) অর্ডিন্যান্স-এর ১৬ নং ধারা অনুযায়ী যথাযথভাবে স্বীকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে পাশ করার মাধ্যমে যোগ্যতাসম্পন্ন ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসকদের জন্য ২৩ নং ধারা মতে 'এ' ক্যাটাগরীর একটি রেজিষ্টার সংরক্ষণ করা।

(ঘ) অর্ডিন্যান্স-এর ২৪ নং ধারা অনুযায়ী 'বি' ক্যাটাগরীর ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসকদের জন্য পৃথক রেজিষ্টার সংরক্ষণ করা।

(ঙ) কোন রেজিষ্টার্ড ইউনানী বা আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক কোনরূপ ফৌজদারী অপরাধে দন্ডপ্রাপ্ত হলে অথবা পেশাগত ক্ষেত্রে গুরুতর অসদাচরণ করলে তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা।

এ পুস্তিকায় রেজিষ্টার্ড ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসকদের জন্য যেসব আচরণবিধি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, তা মূলতঃ সাধারণ নির্দেশিকা স্বরূপ এবং এসব আচরণবিধির আলোকে একজন রেজিষ্টার্ড ইউনানী / আয়ুর্বেদিক চিকিৎসকের বিরুদ্ধে পেশাগত অসদাচরণ সম্পর্কিত যে কোন অভিযোগ পরীক্ষা করে তৎসম্পর্কে সিদ্ধান্ত প্রদানের অধিকার বোর্ডের শৃংখলা কমিটির থাকবে।

ভূমিকা

চিকিৎসা-বিজ্ঞান ভেষজ-জ্ঞানের সাথে সম্পর্কযুক্ত এমন একটি পরিপূর্ণ বিজ্ঞান, যাতে মানবদেহ সম্পর্কিত সর্বপ্রকারের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমাবেশ ঘটেছে। এ এমন একটি বিজ্ঞান, যা রোগ-ব্যাধির প্রতিরোধ ও স্বাস্থ্য রক্ষার উপায় এবং মানবদেহের যাবতীয় রোগ-ব্যাধি নির্ণয় ও নিরাময়ের পন্থা নির্দেশ করে। এটা এমন এক বিদ্যা, যা মানবদেহকে কষ্ট ও ব্যাধি হতে মুক্তি দান করে। মানব-জীবনের সাথে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ইতিহাসের সুগভীর সম্পর্ক রয়েছে এবং চিকিৎসা-বিজ্ঞানের নিজস্ব ইতিহাসও মানব জাতির ইতিহাসের মতই সুপ্রাচীন। নর-নারী নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষের কল্যাণের আদর্শকে ভিত্তি করে গড়ে উঠা চিকিৎসা-শাস্ত্রের অতীত প্রকৃতই গৌরবোজ্জ্বল। এ এমন একটি শাস্ত্র, যা বিগত পঞ্চাশ শতাব্দীরও অধিককাল ধরে মানবতার সেবা করে আসছে।

মানব-জীবনের নিত্য পরিবর্তনশীল জীবনযাত্রার উপর সরাসরি প্রভাব বিস্তারকারী জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধ্যে চিকিৎসা-বিজ্ঞান সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। চিকিৎসা-শাস্ত্রের সুপ্রশস্ত ক্ষেত্রে নিরলস গবেষণা ক্রমাগত উন্নয়ন প্রয়াসের দাবী রাখে এবং একের পর এক নতুন পন্থা উদ্ভাবন ও নয়া দিগন্ত উন্মোচনের পথ-নির্দেশ করে। যাঁরা চিকিৎসা-শাস্ত্রকে পেশা হিসেবে অবলম্বন করেন, তাঁদের উপর কতিপয় অবশ্যপালনীয় গুরুদায়িত্ব ন্যস্ত হয়। পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধের দাবী হলো - মানব-সেবার মহান উদ্দেশ্যে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করা। আর চিকিৎসকদের পবিত্র কর্তব্য হলো ব্যক্তিগত স্বার্থকে উপেক্ষা করে সতীর্থ অন্যান্যদের সহযোগিতায় রোগ-ব্যাধির যন্ত্রণা লাঘব এবং জনস্বাস্থ্যের মান বৃদ্ধির কাজে সহায়তা করা। সেই সঙ্গে নিজেদের পেশাগত ব্যাপক সংগঠনের ক্ষেত্রে পুরোপুরিভাবে নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলা এবং এই মহৎ পেশার স্বীকৃত রীতিনীতিসমূহ কঠোরভাবে অনুসরণ করে চলাও একান্ত আবশ্যক যাতে এই মহৎ পেশার সুনাম সর্বদা অক্ষুন্ন থাকে।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, কালের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা-শাস্ত্রের রূপরেখা ও কারিগরি পদ্ধতির ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। আনুষঙ্গিক নানা কারণে বিভিন্ন দেশে বিভিন্নরূপ চিকিৎসা পদ্ধতি চালু হতে পারে ঠিকই, কিন্তু এতদসত্ত্বেও একথা একটি বাস্তব সত্য যে, বহু শতাব্দী পূর্ব থেকে যেরূপ চলে আসছে, এই পেশার বিধি-বিধান, রীতি ও নীতিমালা আজও ঠিক সেরূপই রয়েছে। নিঃসন্দেহে এই বিধি-বিধানসমূহ এমন কতগুলো আদর্শ মূলনীতি বিশেষ, যার আলোকে একজন চিকিৎসক তাঁর চিকিৎসাধীন রোগী, একই পেশায় নিয়োজিত অন্যান্য সতীর্থ-সহযোগী ও জনসাধারণের প্রতি তাঁর আচরণ ও কার্যধারার ক্ষেত্রে একটি সীমারেখা নির্দিষ্ট করে নিতে সক্ষম হন। চিকিৎসা-শাস্ত্র বিষয়ক নীতিসমূহের মধ্যে বোক্রাত (হিপক্রেটস)-এর প্রণীত নীতিমালাই সর্বাধিক প্রাচীন ও বিখ্যাত এবং 'বোক্রাত-এর শপথনামা' হিসেবেই পরিচিত। বোক্রাত একাধারে চিকিৎসাবিদ ও ধর্মীয় নেতা ছিলেন। আফলাতূন (প্ল্যাটো) এবং আরাস্তু (অ্যারিষ্টটল) উভয়েই তাঁকে একজন বড় চিকিৎসকরূপে উল্লেখ করেছেন। তিনি ইউনান তথা গ্রীসের এক দ্বীপে আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব ৪৬৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং খৃষ্টপূর্ব ৩৭৭ সালে মৃত্যুবরণ করেন। বোক্রাতই সর্বপ্রথম মনীষী, যিনি চিকিৎসা পেশা সম্পর্কে একটি 'শপথনামা' প্রণয়ন করেন। চিকিৎসকগণকে আজও তদনুযায়ী শপথ করানো হয়ে থাকে। আলোচ্য শপথনামাটি মোটামুটিভাবে এরূপ ঃ

> "আমি শপথ করছি যে, আমি স্বীয় যোগ্যতা ও জ্ঞান অনুযায়ী এ শপথনামা ও অঙ্গীকার পূর্ণরূপে পালন করব। আমি চিকিৎসা-শাস্ত্রে আমার শিক্ষককে আপন পিতামাতার সমান মর্যাদাতুল্য বিবেচনা করব; তাঁকে আমার উপার্জনে অংশীদার বলে গণ্য করব এবং যখনই তাঁর আর্থিক সাহায্যের প্রয়োজন হবে, সাহায্য করব। আমি তাঁর সন্তানগণকে আপন ভাইরূপে গণ্য করব এবং তারা এই বিদ্যা শিক্ষা করতে আগ্রহী হলে আমি কোনরূপ ফিস বা পারিশ্রমিক ছাড়াই তাদেরকে শিক্ষা দান করব। আমি আমার নিজের সন্তানকে, আমার শিক্ষাগুরুর সন্তানকে এবং এ শপথনামা অনুযায়ী শপথ গ্রহণকারী

আমার সকল ছাত্র-শিষ্যকে ব্যবহারিক উদাহরণের মাধ্যমে মৌখিকভাবে ও অন্যান্য পদ্ধতিতে নিঃস্বার্থভাবে এই শাস্ত্রের শিক্ষা দান করব। পক্ষান্তরে এ শপথনামা গ্রহণ করেনি এমন কাউকে কিছুই শেখাব না। আমি আমার যোগ্যতা ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী চিকিৎসার জ্ঞানকে দুঃখী লোকদের সাহায্যের উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করব - ক্ষতিসাধন বা যাতনার উদ্দেশ্যে নয়। আমি কখনো কাউকে বিষ প্রয়োগ করব না। এরূপ করার জন্য আমাকে প্ররোচিত করা হলেও আমি কোন অবস্থায়ই এ পন্থা অবলম্বন করব না। আমি কোন মহিলাকে গর্ভপাতের ঔষধও প্রদান করব না। আমি আমার বিদ্যা প্রয়োগের ক্ষেত্রে এবং জীবনযাত্রায় পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন থাকব।

"যথাযথ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ব্যতীত আমি অস্ত্রোপচার করব না; এমনকি পাথরির রোগীদের ক্ষেত্রেও নয়। যে গৃহে আমি প্রবেশ করব, পীড়িতের সাহায্য করার উদ্দেশ্যেই প্রবেশ করব। আমি জেনে-শুনে কারো কোনরূপ ক্ষতিসাধনের চেষ্টা করব না এবং বিশেষতঃ রোগীদের পীড়াগ্রস্ত দেহ সম্পর্কে কোনরূপ মন্তব্য করব না। রোগী পুরুষ হোক বা মহিলা, মুক্ত হোক বা দাস, কোনরূপ পার্থক্য করব না। তাছাড়া আমার পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আমি যা কিছু শুনব বা দেখব এবং রোগীদের সাথে মেলা-মেশার মাধ্যমে যা কিছু আমার গোচরীভূত হবে, তা প্রকাশ করা সমীচীন না হলে আমি সর্বদাই তা সম্পূর্ণ গোপন রাখব।

"আমি যদি এই অঙ্গীকার পালন করি ও ভঙ্গ না করি তবে প্রভু যেন আমাকে আমার বিদ্যায় উন্নতি দান করেন; আর যদি আমি এই অঙ্গীকার ভঙ্গ করি ও পালন না করি, তবে যেন তিনি আমাকে অবনতির পঙ্কিলে নিক্ষেপ করেন।"

এ শপথনামা বহু শতাব্দী ধরে প্রচলিত রয়েছে। সকল চিকিৎসকের জন্যই, বিশেষতঃ ইউনানী-আয়ুর্বেদিক পদ্ধতির চিকিৎসকদের জন্য এই শপথনামার মূল বক্তব্যকে আদর্শ হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে এবং পদ্ধতির বিভিন্নতার পরিপ্রেক্ষিতে উপরোক্ত শপথনামায় বর্ণিত নীতিসমূহে কিছু রদবদল অবশ্যই হয়ে আসছে, কিন্তু মৌলিক আদর্শে কোনরূপ পরিবর্তন নয় বরং এই মৌলিক আদর্শের আলোকেই প্রত্যেক দেশে চিকিৎসকদের জন্য 'নীতিমালা' প্রণয়নের চেষ্টা করা হয়েছে।

চিকিৎসকদের পেশাগত নীতি-নৈতিকতা প্রসংগে ইব্‌নে-আব্বাস মজুসী, আবু-সহল মসীহী, বূ-আলী ইব্‌নে-সীনা, আল-বীরুনী, হাকীম আ'জম খান, শুশ্রুত, চরক, মহাঋষি ধন্বন্তরী প্রমুখ মনীষীবর্গের নির্দেশিত নীতিসমূহ ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসকদের জন্য পথপ্রদর্শক স্বরূপ। তাছাড়া এক্ষেত্রে 'তিব্বে নববী'র মূলনীতিসমূহ বিশেষতঃ হাকীমদের জন্য সর্বাধিক কার্যকর আলোকবর্তিকা হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। 'তিব্বে নববী'র আদর্শ অনুযায়ী এবং ইউনানী চিকিৎসা-বিজ্ঞানের বিশিষ্ট মনীষীবৃন্দের আদর্শ অনুযায়ীও চিকিৎসকদের ধর্মীয় জ্ঞানে সুপন্ডিত আর ধর্মীয় অনুশাসনের অনুগত হওয়া বাঞ্ছনীয়। চিকিৎসককে উন্নত-চরিত্র, মিষ্টভাষী, বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য, সৎকাজে অভ্যস্ত, সহানুভূতিশীল ও সহনশীল হতে হবে। এতদ্ব্যতীত ফলপ্রসূ চিকিৎসার নিমিত্ত তাঁর রোগ নির্ণয়ও যথাসম্ভব নির্ভুল ও সঠিক হওয়া বাঞ্ছনীয়।

নীতিমালা অনুযায়ী, খারাপ কাজে অভ্যস্ত এবং অপরাধী হিসেবে স্বীকৃত কোন ব্যক্তি আদৌ চিকিৎসক হওয়ারই উপযুক্ত নয়। বস্তুতঃ ভদ্রতা, শিষ্টাচার এবং সৎ ও উন্নত ধ্যান-ধারণাই এ পেশার মৌলিক বৈশিষ্ট্য।

উপরোক্ত মূলনীতিসমূহকে সামনে রেখে বাংলাদেশ ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক বোর্ড রেজিষ্টার্ড ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসকদের জন্য দশটি উপশিরোনামের অধীনে মোট ২৪টি বিধি সম্বলিত আচরণবিধি প্রণয়ন করে সরকারের অনুমোদনক্রমে এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির উদ্দেশ্যে প্রকাশ করছে।

রেজিষ্টার্ড ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসকদের জন্য অবশ্যপালনীয় আচরণবিধি

চিকিৎসা পেশার সাধারণ নীতিমালা অনুসরণ

১. ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসকবৃন্দ মহান চিকিৎসা পেশার সাধারণ ও মৌলিক নীতিমালা অনুসরণ করবেন। সাধারণ ও মৌলিক নীতিমালার আওতায় নিম্নোক্ত বিষয়গুলো উল্লেখযোগ্য ঃ

(ক) রোগ পরীক্ষা, রোগ নির্ণয়পূর্বক ব্যবস্থাপত্র প্রদান, রোগীর নিরাময় ও স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের সকল পর্যায়ে পরম করুণাময়ের নিকট তাঁর করুণা ভিক্ষা করা এবং একমাত্র নিরাময়কর্তা হিসেবে স্রষ্টার প্রতি প্রগাঢ় আস্থা স্থাপন করা।

(খ) কর্তব্য পালনের তাগিদে চিকিৎসককে সাহসী, দৃঢ়চেতা, দক্ষ, ধৈর্যশীল, মিষ্টভাষী, সৎকাজে অভ্যস্ত, বিনয়ী, বিশ্বস্ত, আন্তরিক, আড়ম্বরহীন, সৎ, পরিচ্ছন্ন, চরিত্রবান প্রভৃতি মানবিক গুণাবলীর অধিকারী হতে হবে।

(গ) চিকিৎসক তাঁর রোগীর প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ নিবদ্ধ করবেন, রোগীর সকল অসুবিধা সম্পর্কে পূর্ণ অবহিত হবেন, নিজের পেশাগত যোগ্যতা অনুযায়ী সকল পন্থা অবলম্বন করে রোগীর হিতসাধন করবেন, এবং চিকিৎসার সকল পর্যায়ে যত্নশীল ও আস্থাবান হবেন।

(ঘ) চিকিৎসক কোনরূপ হিংসা-বিদ্বেষ, লোভ-লালসা, ভয়ভীতি, অনুরাগ-বিরাগের বশবর্তী হবেন না, কর্তব্য পালনে কোনরূপ ত্রুটি-অবহেলা, হয়রানী, আলস্য, অস্থিরতা, শৈথিল্য, পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করবেন না।

(ঙ) চিকিৎসক ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, লিঙ্গ, স্থান-কাল-পাত্র নির্বিশেষে সকলের প্রতি সমান গুরুত্ব ও মমত্ব প্রদর্শন করবেন, অকারণে কোনরূপ পার্থক্য করবেন না, পীড়াগ্রস্ত দেহ সম্পর্কে কোন বিরূপ মন্তব্য করবেন না, কাউকে রোগের কারণে হেয় বা প্রশংসামূলক কথাবার্তা বলবেন না।

(চ) রোগীর সাথে সাক্ষাৎকারের নির্ধারিত সময়সূচী সম্পর্কে চিকিৎসক সচেতন থাকবেন। কারণ, সময়ানুবর্তিতার অভাবে অনেক সময় অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়, ক্ষেত্র বিশেষে রোগীর জীবন আশংকাও দেখা দিতে পারে।

(ছ) চিকিৎসক বিপজ্জনক রোগীদের পরীক্ষা, চিকিৎসা, পরামর্শ ও ব্যবস্থাপনাকে অগ্রাধিকার প্রদান করবেন।

(জ) চিকিৎসক রোগীর পরীক্ষা-নিরীক্ষা, চিকিৎসার ব্যবস্থা ও উন্নতি-অবনতি সম্পর্কে রোগীর আত্মীয়-স্বজন ও অভিভাবককে সময়ে সময়ে অবহিত করবেন।

(ঝ) চিকিৎসক গর্ভবতী মহিলাদের চিকিৎসার ব্যাপারে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করবেন এবং গর্ভপাত ঘটানো না হলে গর্ভবতীর প্রাণ রক্ষা করা কঠিন হবে - এরূপ নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত চিকিৎসক গর্ভপাতের পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন না। কারণ, গর্ভপাত করা ধর্মতঃ পাপ ও আইনতঃ অবৈধ।

(ঞ) সমাজের একজন সদস্য ও বিবেকবান ব্যক্তি হিসেবে চিকিৎসক সমাজ ও জনকল্যাণমূলক সভা-সমিতির কাজে আগ্রহী হবেন এবং নিজের পেশাগত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের পাশাপাশি স্বাস্থ্য, চিকিৎসা ও সমাজ-গঠনমূলক কল্যাণকাজে ব্রতী হবেন। প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, রোগ প্রতিরোধ, স্বেচ্ছা রক্তদান কিংবা প্রাকৃতিক দূর্যোগে ত্রাণকার্যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করবেন।

(ট) চিকিৎসক অবৈধ ও নৈতিকতা বিরোধী গর্হিত কার্যকলাপে জড়িত তাঁর সতীর্থ, সহকর্মী বা চিকিৎসা পেশাজীবির মুখোশ উন্মোচনে কোনরূপ দ্বিধা করবেন না।

পেশাগত গোপনীয়তা রক্ষা

২. চিকিৎসার সাথে সম্পর্কিত বিষয়াদির গোপনীয়তা চিকিৎসক অবশ্যই রক্ষা করবেন, রোগীর মর্যাদাহানি ঘটতে পারে - এমন কোন কিছু প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে লিখিত বা মৌখিক তৃতীয় কোন ব্যক্তির নিকট প্রকাশ করতে পারবেন না, কিংবা এমন কিছু করবেন না যাতে রোগীর ব্যক্তিগত, পেশাগত, সমাজ-সংস্কৃতিগত বা অর্থগত কোন ক্ষতি সাধন হয়। তবে আইনগতভাবে বাধ্য করা হলে, অথবা সমাজের কল্যাণে, পেশার উন্নয়নে, দেশ-দশের মঙ্গলে, দেশের নিরাপত্তার খাতিরে কিংবা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজনে কোন তথ্য প্রকাশ অপরিহার্য হয়ে পড়লে চিকিৎসক তা প্রকাশ করতে পারবেন।

শাস্ত্রীয় মৌলিক তত্ত্ব, প্রয়োগ পদ্ধতি অনুসরণ

৩. ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক সর্বদা নিশ্চিতভাবে তাঁর পেশাগত সদাচরণের উচ্চমান বজায় রাখবেন, রোগীদের প্রতি অখণ্ড আন্তরিকতা, পরিপূর্ণ মনোযোগ ও ঐকান্তিক সহানুভূতি প্রদর্শন করবেন এবং তাঁর নিজের প্রতি, পেশার প্রতি ও শাস্ত্রের প্রতি রোগীদের পরিপূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস অর্জনের চেষ্টা করবেন। এ লক্ষ্য অর্জনের মানসে তিনি-

(ক) ইউনানী/আয়ুর্বেদ চিকিৎসা-বিজ্ঞানের মৌলিক তত্ত্ব, নীতি-পদ্ধতি, চিকিৎসা-দর্শন, প্রয়োগ-প্রণালীর যথাযথ অনুসরণ করবেন এবং মৌল নীতিমালার আলোকে সার্বিক, সামগ্রিক, নির্দোষ স্থায়ী আরোগ্যের মাধ্যমে রোগীকে স্বাস্থ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবেন ;

(খ) কেবলমাত্র এমন প্রকৃতির ঔষধ রোগ ও রোগীর প্রকৃতির বিচারে প্রয়োগ করবেন যা এই পেশার সাথে সম্পর্কিত, সংশ্লিষ্ট, উপযুক্ত, যোগ্য ও ইউনানী/আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা শাস্ত্রানুসারে অনুমোদিত ও যথার্থ ;

(গ) এমন কোন ঔষধ প্রয়োগ বা ব্যবহার করবেন না যা ইউনানী/আয়ুর্বেদিক শাস্ত্রানুসারে অনুমোদিত, সংশ্লিষ্ট, উপযুক্ত, যথার্থ, প্রচলিত ও পরীক্ষিত নয় কিংবা পদ্ধতির আলোকে বিতর্কিত ও বিরোধপূর্ণ, কিংবা যে ঔষধের গুণাগুণ সম্পর্কে তিনি সম্যকরূপে অবগত নন ;

(ঘ) রোগ নির্ণয়, নিদানতত্ত্ব প্রভৃতি ক্ষেত্রে তাঁর স্বাধীন মতামতের ব্যাপারে কারো কোনরূপ হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করবেন না, পেশাগত সেবার মর্যাদার ক্ষতিকারক অনভিপ্রেত চাপকে কঠোরভাবে প্রতিহত করবেন, পেশাগত পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখাকে নৈতিক ও মানবিক দায়িত্ব এবং সকল মূল্যে জীবন রক্ষা করা তাঁর প্রথম ও মৌলিক দায়িত্ব হিসেবে বিবেচনা করবেন;

(ঙ) নিজস্ব চিকিৎসা পেশার নীতি-দর্শন, শিক্ষা-দীক্ষা ও দক্ষতা-নৈপুণ্যের আওতা-গন্ডি বহির্ভূত কোন জটিল রোগের বা রোগীর চিকিৎসায় নিয়োজিত হবেন না। অবশ্য সে ক্ষেত্রে রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার ব্যাপারে রোগীকে সাহায্য করতে চাইলে চিকিৎসক তাঁর রোগীর অথবা রোগীর অভিভাবকদের উপযুক্ত পরামর্শ প্রদান করতে পারেন ; এবং

(চ) কোন জটিল রোগের ক্ষেত্রে অপর এক বা একাধিক চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ অপরিহার্য বিবেচিত হলে, রোগ নির্ণয় বিদ্যা বা সার্জারী কিংবা প্রয়োজনীয় বিষয়ে চিকিৎসক সিদ্ধহস্ত না হলে বা পারদর্শিতা অর্জন না করে থাকলে, রোগী বা রোগীর অভিভাবকের সম্মতিক্রমে উপযুক্ত চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করতে বা রোগীর চিকিৎসার ভার অন্য পরামর্শক চিকিৎসকের হাতে ন্যস্ত করতে পারবেন।

পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি

৪. জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসার, বিশেষ করে আপন চিকিৎসা পদ্ধতির ক্ষেত্রে যেসব উন্নয়ন ঘটছে, গবেষণা ও আবিষ্কার হচ্ছে, ইউনানী/আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক সে সম্পর্কে অবহিত থাকার ব্যবস্থা করবেন এবং পেশাগত জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, দক্ষতা ও কৌশল বিষয়ক উৎকর্ষতা অর্জনের চেষ্টা করবেন। এতদুদ্দেশ্যে তিনি-

(ক) পেশাজীবি অরাজনৈতিক সংগঠনের সক্রিয় সদস্য হিসেবে আপন চিকিৎসা-বিজ্ঞানের উন্নয়ন সাধনে তৎপর হবেন; সেমিনার, সিমপোজিয়াম, ওয়ার্কশপ, আলোচনা-চক্র প্রভৃতি কার্যক্রম সংগঠিত করবেন ও অংশ গ্রহণ করবেন ; এবং

(খ) বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত মাসিক "স্বাস্থ্য সাময়িকী" ও ভবিষ্যতে প্রকাশিতব্য শাস্ত্রীয় চিকিৎসা পদ্ধতি সংক্রান্ত অন্যান্য সাময়িকী, জার্নাল, বুলেটিন, নিউজ-লেটার ইত্যাদির নিয়মিত গ্রাহক অবশ্যই হবেন। তিনি বোর্ড বা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রকাশিতব্য স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা-বিজ্ঞান বিষয়ক বিভিন্ন সাময়িকী এবং গ্রন্থাবলীও সংগ্রহ ও পাঠ করবেন।

পদবী, সনদ ইত্যাদির ব্যবহার

৫. ইউনানী/আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক তাঁর নামের সাথে এমন কোন ডিগ্রী, ডিপ্লোমা, সনদ, উপাধি বা পদবী সংক্ষেপে বা পূর্ণভাবে যোগ করবেন না যা তিনি বৈধভাবে অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান হতে অর্জন করেননি কিংবা যা বোর্ড, সরকার কিংবা অন্য কোন বিধিবদ্ধ সংস্থা কর্তৃক স্বীকৃত নয়।

৬. ইউনানী/আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক তাঁর নামের সাথে 'ডাক্তার' বা সংক্ষেপে 'ডাঃ'/Dr. শব্দ লিখবেন না। ইউনানী চিকিৎসক 'হাকীম' শব্দটি এবং আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক 'কবিরাজ' শব্দটি উপাধি স্বরূপ ব্যবহার করবেন।

৭. চিকিৎসক তাঁর চিকিৎসালয় (Clinic), নিজস্ব ঔষধালয় (Chamber) অথবা আপন বাসগৃহ ব্যতীত অন্য কোথাও তাঁর নামের বোর্ড লাগাবেন না।

৮. চিকিৎসক বোর্ডের লিখিত পূর্ব-অনুমোদন ব্যতিরেকে নিজেকে কোন বিশেষ রোগের অভিজ্ঞ, বিশেষজ্ঞ বা পারদর্শী বলে প্রচার বা দাবী করবেন না।

পেশাগত ফিস, পারিতোষিক ইত্যাদি গ্রহণ

৯. চিকিৎসক রোগী চিকিৎসার জন্য যুক্তিসঙ্গত ফিস এবং প্রদত্ত ঔষধের যুক্তিসঙ্গত মূল্য ব্যতীত রোগী বা রোগীর অভিভাবকের নিকট হতে অতিরিক্ত কোন অর্থ আদায় করতে পারবেন না।

১০. চিকিৎসক কোনরূপ নির্দিষ্ট অর্থ বা অন্য কোনরূপ পারিতোষিকের বিনিময়ে নিরাময়ের শর্তে বা চুক্তিতে চিকিৎসা করবেন না এবং কখনো কোন রোগীর বা রোগের চিকিৎসার ব্যাপারে কোনরূপ গ্যারান্টি বা আরোগ্যের নিশ্চয়তা দিতে পারবেন না।

১১. চিকিৎসক কোন ঔষধালয়ের/চিকিৎসালয়ের অথবা ঔষধ প্রস্তুতকারী কোন প্রতিষ্ঠানের ঔষধাবলী ব্যবস্থা করে তার বিনিময়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান হতে কোন পারিতোষিক, পুরস্কার, উপঢৌকন কিংবা অন্য কোন প্রকার আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করবেন না।

১২. (ক) চিকিৎসক তাঁর চিকিৎসাধীন প্রতিটি রোগীর রোগ-বিবরণী ও প্রদত্ত ঔষধ সম্পর্কে তারিখসহ একটি রেজিষ্টার সংরক্ষণ করবেন।

(খ) চিকিৎসক তাঁর রেকর্ড দ্বারা প্রমাণ করতে পারেন কেবল এরূপ সার্টিফিকেট দিবেন এবং তিনি অর্থের বিনিময়ে মিথ্যা, প্রতারণামূলক, অসত্য কিংবা বানোয়াট কোন সার্টিফিকেট প্রদান করবেন না।

সমপেশাজীবিদের সাথে সম্পর্ক

১৩. একজন ইউনানী/আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক তাঁর সতীর্থ, সহকর্মী, সমপেশাজীবি বা যে কোন পদ্ধতির চিকিৎসকবৃন্দের সাথে সৌজন্যমূলক, সহযোগিতামূলক ও সম্মানজনক সুসম্পর্ক বজায় রাখবেন এবং-

(ক) কোন অবস্থায় অন্য চিকিৎসকের বিরুদ্ধে কুৎসা, নিন্দা বা দুর্নাম রটনা করবেন না কিংবা কটুক্তি করবেন না এবং ব্যক্তিগত, আর্থিক বা বৈষয়িক সুবিধা লাভের উদ্দেশ্যে অন্য চিকিৎসকের রোগীকে প্রলুব্ধ করে নিজের বা অপর কোন তৃতীয় চিকিৎসকের চিকিৎসাধীনে আনতে পারবেন না।

(খ) তাঁর নিকট চিকিৎসার জন্য আগত অপর চিকিৎসকের নিকট হতে কোনরূপ ফিস গ্রহণ করবেন না। প্রকৃতপক্ষে নিজের ঘনিষ্ট আত্মীয়বর্গের নিকট হতেও কোনরূপ ফিস গ্রহণ করা আদৌ উচিত নয়। আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল রোগীদের নিকট হতেও মানবিক কারণে ফিস গ্রহণ করা সঙ্গত নয়।

(গ) অন্য কোন চিকিৎসকের চিকিৎসাধীন রোগীর ব্যাপারে পরামর্শের ক্ষেত্রে চিকিৎসক পূর্ণ সততার সাথে নিজের রোগী বিবেচনায় রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার পরামর্শ দিবেন। রোগী বা রোগীর অভিভাবকের নিকট কোন অবস্থাতেই পূর্বতন চিকিৎসকের কোন ভুল-ত্রুটি, বদনাম-নিন্দাবাদ জ্ঞাপন করবেন না।

(ঘ) পরামর্শদানকারী চিকিৎসক অপর কোন চিকিৎসকের অনুরোধে কোন রোগী পরীক্ষা করলে তাঁর কর্তব্য হবে নিজের মতামত, প্রস্তাব ও পরামর্শ সংশ্লিষ্ট মূল চিকিৎসককে জানিয়ে দেয়া এবং চিকিৎসার বিষয়টি তাঁরই উপর ছেড়ে দেয়া।

(ঙ) পরামর্শদানকারী চিকিৎসক এবং চিকিৎসাকারী চিকিৎসকের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিলে রোগীর অভিভাবককে সে সম্পর্কে অবহিত করবেন এবং চিকিৎসার বিষয়টি অভিভাবকের উপর ছেড়ে দিবেন।

১৪. (ক) চিকিৎসক তাঁর ক্লিনিকে এমন কোন কর্মচারী রাখবেন না যার পেশাগত অভিজ্ঞতা নেই। তবে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী, ধাত্রী, শল্যবিদ, প্যাথলজিষ্ট প্রমুখ এই বিধি-নিষেধের আওতামুক্ত ; তাঁদেরকে বিশেষ কাজে সহকারী নিযুক্ত করা যাবে, কিন্তু চিকিৎসা ব্যবস্থাপনার মূল দায়িত্ব চিকিৎসককেই গ্রহণ করতে হবে।

(খ) কোন চিকিৎসকই এমন কোন চিকিৎসকের সাথে চিকিৎসা বিষয়ক কোনরূপ সম্পর্ক রাখবেন না যিনি চিকিৎসকরূপে নিবন্ধিত (Registered) নন কিংবা অসদাচরণের দায়ে রেজিষ্টার থেকে যার নাম কর্তন করা হয়েছে।

চিকিৎসা প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন

১৫. চিকিৎসক কোন রোগীর চিকিৎসা করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করতে পারেন যদি তিনি জানতে পারেন যে, অপর কোন চিকিৎসকও সে রোগীর চিকিৎসা করছেন, অথবা চিকিৎসা বিষয়ে তাঁর নির্দেশাবলীর মর্যাদা প্রদান করা হচ্ছে না, অথবা নিছক আইনগত সুবিধা আদায়ের জন্যই কাল্পনিক চিকিৎসা করানো হচ্ছে। অবশ্য চিকিৎসক এমন কোন রোগীর চিকিৎসাকার্য ত্যাগ করবেন না, যিনি নিরাময় না হলেও চিকিৎসা অব্যাহত রাখতে আগ্রহী।

বিজ্ঞাপন ও প্রচারণা

১৬. চিকিৎসক ব্যক্তিগতভাবে নিজে বা বিজ্ঞাপন প্রচার করে বা পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে অথবা সংবাদ প্রচারের অপর কোন মাধ্যমের সাহায্যে বা প্রচারপত্র, পুস্তিকা, বিজ্ঞাপন, বিজ্ঞপ্তি প্রভৃতির মাধ্যমে অথবা কাউকে নিজের ফিস হতে কিংবা ঔষধের মূল্য হতে কমিশন বা ভাগ প্রদান করে রোগীদের নিজের প্রতি আকৃষ্ট বা উৎসাহিত করবেন না।

১৭. চিকিৎসক প্রকাশ্য ঘোষণাপত্র প্রকাশ, প্রচারপত্র বিতরণ, পথে-ঘাটে বা প্রকাশ্য জনপথে সমাবেশ অথবা নিজের ছাত্র, এজেন্ট, কর্মচারী বা পোষ্যদের মাধ্যমে নিজের পক্ষে বা কোন ঔষধের পক্ষে প্রচারকার্য চালাবেন না।

১৮. চিকিৎসক তাঁর মালিকানা বা পরিচালনাধীন ইউনানী/আয়ুর্বেদিক বা সমার্থক প্রতিষ্ঠানের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের নামে এমন কোন বিজ্ঞাপন, বিজ্ঞপ্তি, পুস্তিকা প্রচার করবেন না কিংবা কোন সাইন বোর্ড, হোর্ডিং বোর্ড, প্লাকার্ড, ব্যানার ইত্যাদি প্রদর্শন করবেন না যাতে এক বা একাধিক নির্দিষ্ট রোগের বিশেষ কার্যকর চিকিৎসার দাবী থাকে অথবা যার ভাষা ও বক্তব্য বিষয়াবলী অশালীন বা রুচিহীন বা অতিশয়োক্তির দোষে দুষ্ট বা চিকিৎসার নামে প্রতারণার নামান্তর।

১৯. চিকিৎসার নামে অশালীন, রুচিহীন বা বাগাড়ম্বরপূর্ণ প্রচারণা অথবা প্রতারণামূলক ব্যবসায় লিপ্ত কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সাথে একজন ইউনানী/আর্য়ুবেদিক চিকিৎসক কোনভাবে সংযুক্ত বা জড়িত হতে পারবেন না।

২০. সেমিনার, সিমপোজিয়াম, আলোচনা সভা, রেডিও-টেলিভিশন মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী কোন চিকিৎসক তাঁর নামের সাথে এমন কোন বিশেষণ, পদবী বা পরিচিতি ব্যবহার করতে পারবেন না যা প্রচারণার পর্যায়ে পড়ে।

২১. চিকিৎসক তাঁর চিকিৎসা পেশা পরিচালনার স্থান ও সময়সূচী অবহিতকরণের লক্ষ্যে এবং রোগীদের সুবিধার্থে কেবলমাত্র তাঁর নাম, ঠিকানা ও সময়সূচী জ্ঞাপক বিজ্ঞপ্তি ও ঘোষণা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ করতে পারবেন। চিকিৎসক ও চিকিৎসা সংক্রান্ত এর অতিরিক্ত কোন বক্তব্য ঘোষণা বা পকাশ করতে হলে তাঁকে এজন্য বোর্ডের লিখিত পূর্ব-অনুমোদন নিতে হবে।

আইন ও আচরণবিধি মান্যকরণ

২২. সকল ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক বাংলাদেশ ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ ও উক্ত অধ্যাদেশের অধীনে প্রণীত এই আচরণবিধি ও নীতিমালা সম্পূর্ণরূপে মেনে চলবেন এবং কোন মতেই উক্ত অধ্যাদেশের কোন ধারা-উপধারা বা অত্র আচরণবিধির কোন বিধি লংঘন করবেন না। উপরন্তু কেউ উক্ত অধ্যাদেশের কোন ধারা বা অত্র

আচরণবিধির কোন বিধি লংঘন করছে বলে কোন চিকিৎসক জানতে পারলে তিনি অবিলম্বে সে সম্পর্কে বোর্ডকে লিখিতভাবে অবহিত করবেন। জনসাধারণের মধ্য হতেও যে কোন ব্যক্তি এ সম্পর্কে বোর্ডের নিকট সুনির্দিষ্ট অভিযোগ প্রেরণ করতে পারবেন, যাতে বোর্ড আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারে।

২৩. অত্র আচরণবিধির বিভিন্ন দফায় বর্ণিত সকল বিধিই রেজিষ্টার্ড ইউনানী/আয়ুর্বেদিক চিকিৎসকের পক্ষে অবশ্যপালনীয়। তবে ৫,৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০ ও ২১ নং বিধিসমূহের মধ্য হতে যে কোন বিধি লংঘন গুরুতর অসদাচরণ বলে গণ্য হবে।

২৪. কোন রেজিষ্টার্ড ইউনানী/আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক ইচ্ছাকৃতভাবে অত্র আচরণবিধির কোন বিধি লংঘন করলে তাঁকে অসদাচরণের দায়ে দায়ী করে বোর্ড তাঁর রেজিষ্ট্রেশন বাতিলসহ অধ্যাদেশের ৩১ নং ধারানুযায়ী তাঁর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।